পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

সমস্যা : আমার একটি ৫০০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক আছে, যা ২ বছর আগে কিনেছিলাম। গত ৫-৬ মাস ধরে এটি একটু সমস্যা করছে। পিসি চালু করার সময় স্ক্রিনে 'A problem with the hard drive has been detected' এই সতর্ক মেসেজ দেখায়। তবে এটি কমপিউটারে কাজ করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো সমস্যা করে না। তবে মাঝে মাঝে 'Starting windows' লেখা দেখানোর সময় ডেস্কটপ না এসে পিসি রিস্টার্ট হয়ে যায় এবং এটি বারবার হতে থাকে। এ সময় স্টার্টআপ রিপেয়ার অপশন সিলেক্ট করলে 'Unknown OS on a unknown local disk' মেসেজ দেখায়। পিসি ২-৩ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখার পর চালু করলে তা ঠিকমতো চালু হয় এবং কোনো সমস্যা করে না। ব্যাড সেক্টর পড়েছে এ চিন্তা করে এইচডিডি রিজেনারেটর নামে সফটওয়্যার দিয়ে ব্যাড সেক্টর রিমুভ করার চেষ্টা করেছি। এতে সফটওয়্যারে দেখায় সব ব্যাড সেক্টর রিমুভ করা হয়েছে, কিন্তু পিসির আগের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। এটা কি ব্যাড সেক্টর পড়ার কারণে হচ্ছে? ব্যাড সেক্টর কি সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব? এ সমস্যা থেকে কি হার্ডডিস্ক ক্র্যাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? হার্ডডিস্কের দাম এখন বেশ চড়া, তাই এখনই নতুন হার্ডডিস্ক কেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই হার্ডডিস্কটি ঠিক করিয়ে কিছুদিন চালাতে চাচ্ছি। কোথায় গেলে হার্ডডিস্ক ঠিক করা যাবে? আমার পিসি কনফিগারেশন– ইন্টেল কোর আই থ্রি ২.৯৩ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ইন্টেল ডিএইচ৫৫পিজে মাদারবোর্ড, ২ গিগাবাইট র‍্যাম এবং আমি উইন্ডোজ সেভেন ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি।

–হাসিবুল হাকিম

সমাধান : হার্ডডিস্কে প্রথমে নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করে নিন এবং পুরো হার্ডডিস্ক ভালোভাবে স্ক্যানডিস্ক করে নিন। তারপরও যদি এ সমস্যা থেকে যায় তবে পুরো হার্ডডিস্ক ফরমেট নতুন করে আবার পার্টিশন করে নিন। তারপরও যদি ঠিক না হয়, তবে এলিফ্যান্ট রোডের কমপিউটার মার্কেটগুলো বা বিসিএস কমপিউটার সিটির কমপিউটার সার্ভিস সেন্টারগুলোতে হার্ডডিস্কটি নিয়ে যান। লজিক্যাল ব্যাড সেক্টর পড়লে তা রিমুভ করা সম্ভব, কিন্তু ফিজিক্যাল ব্যাড সেক্টর পড়লে তা রিপেয়ার করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে ব্যাড সেক্টর পড়া অংশটুকুকে একটি ছোট পার্টিশনের মধ্যে ফেলে তা আলাদা করে নিতে হবে। এ পার্টিশনটি কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এটি হাইড করে বা ইন-অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে। হার্ডডিস্কে যদি ফ্যাট ৩২ বিট ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন, তবে তা বদলে এনটিএফএস করে নিন। নিয়মিত ডিস্ক ডিফ্র্যাগমেন্ট এবং স্ক্যানডিস্ক ব্যবহার করা উচিত। অপ্রয়োজনীয় ফাইল হার্ডডিস্কে জমা করে তা ভরে না রেখে হার্ডডিস্ক যথাসম্ভব খালি রাখা ভালো।

সমস্যা : আমার ল্যাপটপের মডেল এসার ৪৭৫৫। ল্যাপটপটির কনফিগারেশন– ইন্টেল সেকেন্ড জেনারেশন কোর আই থ্রি ২.২ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স জিটি৫৪০ চিপসেটের ১ গিগাবাইট মেমরির ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড। ল্যাপটপটির কনফিগারেশন কি আপগ্রেড করা সম্ভব? বিশেষ করে প্রসেসরের স্পিড কি বাড়ানো সম্ভব? গেমিং পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কি করব? পিসি স্টার্ট হতে কিছুটা বেশি সময় লাগে। এ সমস্যাগুলো কিভাবে দূর করব?

–ফুয়াদ হাসান

সমাধান : ল্যাপটপের কনফিগারেশন আপগ্রেড করার ব্যাপারে বেশ কিছু ঝামেলা রয়েছে। ল্যাপটপের বেশিভাগ যন্ত্রাংশই আপগ্রেড করা সম্ভব নয়। প্রসেসরের ক্ষেত্রে ওভারক্লক করে কিছুটা স্পিড বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু এতে ল্যাপটপ বেশি পাওয়ার টানবে এবং অতিরিক্ত গরম হয়ে যাবে। এজন্য ওভারক্লক না করাই ভালো। ল্যাপটপ আসলে কাজ করার জন্য, গেম খেলার জন্য নয়। তারপরও ক্রেতাদের চাহিদার কারণে বাজারে কিছু গেমিং ল্যাপটপ দেখা যায়। ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স কার্ড দেয়া আছে, তাই বলে তা অনায়াসে সব গেম চালাবে, তা কিন্তু নয়। গেম চালানোর জন্য গ্রাফিক্স কার্ডের পাশাপাশি প্রসেসরের ক্লকস্পিড, র‍্যামের পরিমাণ, হার্ডডিস্কের আরপিএম বা রোটেশন পার মিনিট, কুলিং সিস্টেম ইত্যাদি ব্যাপারও জড়িত। গেমিং ল্যাপটপগুলো বানানো হয় এসব ব্যাপার মাথায় রেখে। সাধারণ ল্যাপটপে গেম খেলার অর্থ ল্যাপটপের আয়ু কমানো ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার ল্যাপটপের র‍্যামের পরিমাণ বাড়িয়ে তা ৪ গিগাবাইট করে নিন। ল্যাপটপে কোন অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করা আছে, সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। যদি ল্যাপটপে উইন্ডোজ আল্টিমেট ইনস্টল করা থাকে তবে তার বদলে হোম প্রিমিয়াম বা প্রফেশনাল এডিশন ইনস্টল করে নিন। র‍্যামের পরিমাণ ৪ গিগাবাইট করলে ৬৪ বিট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে, তা না হলে র‍্যামের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে না। স্টার্ট মেনুর সার্চ বারে msconfig টাইপ করে এন্টার চাপুন এবং সেখান থেকে Startup ট্যাব সিলেক্ট করে লিস্টে থাকা অপ্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলোর বাম পাশ থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিন এবং ওকে করে ল্যাপটপ রিস্টার্ট করে দেখুন পিসি আগের চেয়ে দ্রুত চালু হবে। গেম বুস্টার নামে একটি ছোট সফটওয়্যার রয়েছে, যা গেম চালু করার আগে চালু করলে গেমের পারফরম্যান্স কিছুটা বাড়ে। উইন্ডোজ একসাথে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রান করে থাকে, যার কিছু কিছু সবসময় কাজে লাগে না। গেম চলাকালীন যেসব সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম দরকার পড়বে না সেগুলোকে বন্ধ করে র‍্যামে জায়গা এবং প্রসেসরের ওপর কিছুটা চাপ কমাতে সাহায্য করবে এ সফটওয়্যার। অযথা বেশি সফটওয়্যার ইনস্টল করা এবং হার্ডডিস্ক ভরে রাখা অপারেটিং সিস্টেম স্লো করে ফেলার কারণ। পিসি বন্ধ করার আগে ডিস্ক ক্লিন অপশন থেকে সব ড্রাইভের জাঙ্ক ফাইল ক্লিন করে নিতে হবে।

সমস্যা : আমার কমপিউটারের কনফিগারেশন– ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ই৭৪০০ ২.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, আসুস পি৫কিউএল-সিএম জি৪৩ চিপসেটের মাদারবোর্ড, এডাটা২ গিগাবাইট ডিডিআর২ ৮০০ বাস র‍্যাম, আসুস ইএন৯৪০০জিটি ৫১২ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড। আমি উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক ৩ ব্যবহার করি। আমার পিসি প্রায় তিন বছর আগে কেনা। বর্তমানে আমার পিসির কিবোর্ডের পিএস/২ পোর্ট নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য আমি আমার এফোরটেক কেবিএস-২১ পিএস/২ কীবোর্ডের জন্য একটি পিএস/২ টু ইউএসবি কনভার্টার কিনে ব্যবহার করছি। কনভার্টার ব্যবহার করার ফলে কমপিউটার চালু হওয়ার আগে কালো স্ক্রিনে কীবোর্ড ইন্টারফেস এরর মেসেজ দেখায় এবং এফ১ কী প্রেস করতে বলে কমপিউটার চালু করার জন্য। এফ১ কী চাপলে পিসি চালু হয়, কিন্তু কীবোর্ডের মাল্টিমিডিয়া কীগুলো কাজ করে না। এনএফএস টাইপের রেসিং গেম খেলার সময় কীবোর্ডের কীগুলো কাজ করে না। সমস্যাটি কোথায় কীবোর্ডে নাকি কনভার্টারে তা বুঝতে পারছি না?

–মুনিম সিদ্দিকী

সমাধান : যথাসম্ভব কনভার্টারে সমস্যা রয়েছে। বায়োসে ডিফল্টভাবে পিএস/২ পোর্ট নির্বাচন করা থাকায় ইউএসবিতে কনভার্ট করে তা লাগানোর কারণে কীবোর্ড ইন্টারফেস এরর দেখাচ্ছে। কীবোর্ডের কী কাজ না করার কারণ হচ্ছে কনভার্টারে কোয়ালিটি ভালো নয়, যার ফলে কিছু সিগন্যাল মিস করছে। কনভার্টার ব্যবহার করার বদলে আপনি ইউএসবি পোর্টযুক্ত কীবোর্ড কিনে লাগালে এ সমস্যা থাকবে না। এ কনফিগারেশনের পিসিতে উইন্ডোজ এক্সপির বদলে উইন্ডোজ সেভেন ব্যবহার করলে বেশি ভালো হবে।

সমস্যা : আমার ল্যাপটপ হচ্ছে ডেল ইন্সপাইরন এন৫০১০। কনফিগারেশন হচ্ছে ইন্টেল কোর আই ফাইভ ৪৮০এম ২.৫৩ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট ১৩৩৩ মেগাহার্টজ র‍্যাম, এটিআই মোবিলিটি রাডেওন এইচডি ৫৬৫০ ১ গিগাবাইট ডিডিআর৩ গ্রাফিক্স কার্ড, ৫০০ গিগাবাইট ৫৪০০ আরপিএম হার্ডডিস্ক এবং ৬৪ বিট উইন্ডোজ ৭ হোম প্রিমিয়াম (অরিজিনাল) অপারেটিং সিস্টেম। সমস্যা হচ্ছে– ল্যাপটপ চালু করার পর তা ডেস্কটপে আসার আগে যদি মাউসে কোনো ক্লিক করি তবে তা একনাগাড়ে ক্লিক হতেই থাকে। একইভাবে যদি কীবোর্ডের কোনো বাটন প্রেস করি তবে তা বারবার প্রেস হতে থাকে। পিসি রিস্টার্ট না দেয়া পর্যন্ত এরকম হতে থাকে। এটা কি জন্য হচ্ছে? আমি নতুন করে উইন্ডোজ ইনস্টল করতে চাই না।

–শফি মোহাম্মাদ রিয়াসাত

সমাধান : ল্যাপটপ না দেখে সঠিক সমাধান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যাটি হার্ডওয়্যার না সফটওয়্যারে তা ল্যাপটপটি হাতে পেলে চেক ▶

পিসির ঝুটঝামেলা

ট্রাবলশুটার টিম

করে দেখা যেত। ল্যাপটপটি যদি দেশ থেকেই কিনে থাকেন, তবে বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন। আর যদি বাইরে থেকে এনে থাকেন তবে ভালো কোনো কমপিউটার সার্ভিস সেন্টারে দেখান। পিসি তাদের হাতে দেয়ার সময় ভালোমতো উল্লেখ করে দেবেন যাতে অপারেটিং সিস্টেম বা হার্ডডিস্কের ডাটার কোনো লস না করে। ভালোমতো উল্লেখ না করে এলে দেখা যায় তারা ভুলে অপারেটিং সিস্টেম নতুন করে সেটআপ দিয়ে দেয় বা হার্ডডিস্কে সমস্যা পেলে হার্ডডিস্ক ফরমেট করে দেয়। সার্ভিস সেন্টারে দেয়ার আগে পিসির ব্যাকআপ রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ।

সমস্যা : আমার পিসির কনফিগারেশন– ইন্টেল পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর ৩.০৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, আসুস জি৪১ মাদারবোর্ড ও ২ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‍্যাম। এখন আমার পিসির গেমিং পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে চাচ্ছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে গেমিং পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কোনটা বেশি কাজ করে গ্রাফিক্স কার্ড নাকি প্রসেসর? আমার পিসির এই কনফিগারেশনে কি শুধু গ্রাফিক্স কার্ড লাগালেই হবে, নাকি আরো কিছু আপগ্রেড করতে হবে? গ্রাফিক্স কার্ড আপগ্রেড করার ক্ষেত্রে কোন গ্রাফিক্স কার্ড ভালো হবে এবং তার দাম কত হতে পারে? আরেকটি ব্যাপার আমার ডুয়াল কোরের প্রসেসর কি আগের মডেলের কোর টু ডুয়ো প্রসেসরের চেয়ে ভালো? কারণ, উইন্ডোজ ৭-এ আমার প্রসেসরের রেটিং দেখায় ৬.৪, কিন্তু আমার এক বন্ধুর কোর টু ডুয়ো প্রসেসরের রেটিং দেখায় ৪.৩।

–মুশফিক সালেহিন

সমাধান : এখনকার গেমের ক্ষেত্রে আপনার

পিসির প্রসেসর মোটামুটি ভালোই সাপোর্ট দেবে। গেম খেলার ক্ষেত্রে ২.৪ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা তার বেশি, ৪-৮ গিগাবাইট র‍্যাম, ভালোমানের গ্রাফিক্স কার্ড ও ভালোমানের পাওয়ার সাপ্লাই থাকলেই হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে যত ভালো গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারবেন তত বেশি ভালো পারফরম্যান্স পাবেন। আপাতত আপনার পিসির প্রসেসর আপগ্রেড করার প্রয়োজন নেই। র‍্যাম আপগ্রেড করে ৪ গিগাবাইট করে নিন। র‍্যাম আপগ্রেড করার সময় একই ব্র্যান্ডের একই ক্ষমতার দুটি র‍্যাম মাদারবোর্ডের দুটি স্লটে লাগিয়ে নিন। যদি এখন ১ গিগাবাইট করে দুটি স্লটে লাগানো থাকে তবে তা বিক্রি করে একটি সিঙ্গেল ২ গিগাবাইট র‍্যাম কিনে নিন। সাথে আরেকটি ২ গিগাবাইট র‍্যাম কিনে তা একসাথে লাগিয়ে ৪ গিগাবাইটে আপগ্রেড করে নিন এবং ৬৪ বিট উইন্ডোজ ৭ হোম প্রিমিয়াম বা প্রফেশনাল অপারেটিং সিস্টেম ব্যহার করুন। আর যদি এখন এক স্লটে ২ গিগাবাইটের র‍্যাম থাকে, তবে খালি থাকা স্লটে বর্তমান র‍্যামের ব্যান্ড, বাস স্পিড ও সমান মেমরির আরেকটি র‍্যাম কিনে লাগিয়ে নিন। গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে আপনি কেমন বাজেট রেখেছেন, তা উল্লেখ করলে ভালো হতো। বাজেট ১০ হাজারের ওপরে রাখাটা ভালো হবে। এএমডি রাডেওন ব্র্যান্ডের গ্রাফিক্স কার্ড হলে ৭৭০০ সিরিজের ওপরে এবং এনভিডিয়া জিফোর্স ব্র্যান্ডের গ্রাফিক্স কার্ড হলে ৫৫০ সিরিজ থেকে শুরু করা ভালো। তবে এক্ষেত্রে বাজেট আরো বাড়াতে হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে মানানসই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট কিনে নিতে হবে। ৫০০ থেকে ৬৫০ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কিনে নেয়াটা ভালো হবে। আপনার পিসির প্রসেসর সেকেন্ড জেনারেশনের কোর টু ডুয়ো হলে তা পুরনো কিছু কোর টু ডুয়োর চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেবে। কিন্তু আপনার পিসির কনফিগারেশনে মনে হচ্ছে তা আগের ডুয়াল কোর প্রসেসর। আপনি উইন্ডোজে যে রেটিং দেখছেন, তা কোনটি দেখেছেন বুঝতে পারছি না। উইন্ডোজে পারফরম্যান্স রেটিং করার সময় প্রসেসর, র‍্যাম, গ্রাফিক্স, গেমিং গ্রাফিক্স এবং হার্ডডিস্কের পারফরম্যান্সের মধ্যে যেটির পারফরম্যান্স সবচেয়ে কম তার ভিত্তিতে মূল রেটিং দেখিয়ে থাকে। আপনি যদি মূল রেটিং দেখে থাকেন তবে রেটিনয়ের স্কোরে ক্লিক করে ডিটেইলসে প্রসেসরের ক্যালকুলেশনস পার সেকেন্ডের জন্য কত রেটিং দেয়া আছে তা চেক করুন। যদি আপনি এটার কথাই বলে থাকেন তবে আপনার বন্ধুর কোর টু ডুয়ো প্রসেসরের ক্লকস্পিড আপনার ডুয়াল কোরের ৩.০৬ গিগাহার্টজের চেয়ে কম হলে কম রেটিং আসাটাই স্বাভাবিক। একই ক্লকস্পিডের ডুয়াল কোর প্রসেসরের চেয়ে কোর টু ডুয়ো প্রসেসরের কাজের গতি বেশি হবে, কারণ তা উন্নত সংস্করণ। নতুন সেকেন্ড/থার্ড জেনারেশনের ডুয়াল কোর প্রসেসর আগের কোর টু ডুয়ো প্রসেসরের চেয়ে ভালো কাজ করবে, কারণ নতুনগুলো আগেরগুলোর চেয়ে অনেক উন্নত ও শক্তিশালী ভার্সন। কজ

ফিডব্যাক : jhutjhamela@comjagat.com